চর্মরোগ চিকিৎসা

ডাঃ এ.কে. ভট্টাচার্য্য

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
চর্মরোগ কি?	১
ইমপেটিগো	৪
নখকুণি/আঙুল হাড়া	১০
ক্ষৌর কণ্ডু/ফলিকুলাইটিস	১৯
এরিথ্রাসমা	২২
হাম	২৬
রুবেল্লা	৩৭
হার্পিস	৪০
দাদ	৬৪
হাজা	৮৬
ছুলি	৯২
ফোড়া	৯৫
বাগী	১০০
কারবাংকল	১০৫
ক্ষত	১১১
নালী ক্ষত/শোষ	১১৮
একজিমা	১২৪
খোস পাঁচড়া	১৩৫
সোরাইসিস	১৪৩
ইরিসিপ্লাস	১৫৩
আমবাত	১৬০
এরিথিমা	১৬৯
কুষ্ঠরোগ	১৭৫
শ্বেতী	১৮৭
এলার্জি	১৯২
আঁচিল	২০৬
চুলকাণি	২১৩
মুখ ব্রণ	২২৫
টাক পড়া	২৩৪
খুশ্‌কী	২৪১
কড়া	২৪৮
ঘর্মরোগ	২৫২
ঘামাচি	২৬৪
উপদংশ	২৬৬
গনোরিয়া	৩০২
এইডস	৩২৩

—ঃ আমাদের প্রকাশিত পুস্তকসমূহ ঃ—

ডাঃ মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যোতিষশাস্ত্র ও হোমিওপ্যাথি ৬০

চুলের রোগ প্রতিকারে হোমিওপ্যাথি ২৫

শিশু রোগ চিকিৎসা ১২৫

ডায়াবেটিস ও ব্লাড প্রেসার চিকিৎসা ৬০

পারিবারিক চিকিৎসা (হোমিও) ১৫০

ডাঃ আর. সি. ঘোষ

রোগ ও পথ্য ৬০

হোমিওপ্যাথিক ও প্রাকৃতিক চিকিৎসা ৮০

ইলেকট্রো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ৬০

ইলেকট্রো হোমিওপ্যাথিক
মেটেরিয়া মেডিকা ৬০

ডাঃ ডি. এন. ঘোষ

মেডিকেল ডিক্‌শেনারী (ইং টু বে) ১৩০

রোগ ও তার প্রতিকার ৫০

বাতরোগ চিকিৎসা ৫০

পারিবারিক চিকিৎসা (ছোট) ৪০

মেডিকেল ডিকশেনারী
(ইংলিশ টু বেঙ্গলী) কালার ছবিসহ ৩০০

ডাঃ এ. কে. দাস

স্ত্রীরোগ চিকিৎসা ৫০

ডাঃ এ. কে. দত্ত

মেটেরিয়া মেডিকা ২৫০

ডাঃ টি. সরকার

এলেনস কি নোটস (মেটেরিয়া মেডিকা) ৯০

এ. কে. ভট্টাচার্য্য

চর্মরোগ চিকিৎসা ৬০

পাল মেডিক্যাল

লেবেল বুক ইং ২০

কমন লেবেল বুক ইং ১০

রেপার্টরী ফর্ম ২

কেস টেকিং ফর্ম ৫

শ্রী এস. পাল

রোগ নিরাময়ে ফিজিওথেরাপী ১০০

শ্রী বীরেন্দ্রনাথ আঢ্য

লাফিং থেরাপি ৫০

—ঃ আমাদের প্রকাশিত পুস্তকসমূহ ঃ—

ডাঃ এ. কে. চাকলাদার

প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন .... ১৪০৲
অব্যর্থ মাদার টিংচার ও ভারতীয় ভেষজ .... ১০০৲
বায়োকেমিক প্র্যাকটিস
অফ মেডিসিন—সুসলার .... ১২৫৲
এ গাইড টুএনাটমি .... ৪০৲
এ গাইড টু প্যাথলজি .... ৪০৲
এ গাইড টু হাইজিন .... ৪০৲
এ গাইড টু গাইনি ও মিডওয়াইফারি .... ৪০৲
এ গাইড টু জুরিস প্রুডেন্স .... ৪০৲
এ গাইড টুফিজিওলজি.. ৪০৲
এ গাইড টু সার্জারী .... ৪০৲
এ গাইড টু ফার্ম্মাসী.. ৪০৲
এ গাইড টু অর্গানন অফ মেডিসিন .... ৪০৲
এ গাইড টু মেটেরিয়া মেডিকা .... ৪০৲
ত্বরিৎ আরোগ্য বিধান (Doctor's Guide) .... ১৭৫৲
হ্যান্ডবুক অফ হোমিওপ্যাথি ফার্ম্মাসী .... ৬০৲
হ্যান্ডবুক অফ এ্যানাটমি এণ্ড
ফিজিওলজি (কালার ছবি সহ).. ১৫০৲

ডাঃ ডাজেন

অর্গাননঅফ মেডিসিন .... ১২৫৲

ডাঃ ফ্যারিংটন

ক্লিনিক্যাল মেটেরিয়া মেডিকা .... ১৫০৲

ডাঃ জে. টি. কেন্ট

মেটেরিয়া মেডিকা.. ২০০৲
রেপার্টরী.. ৫০০৲

ডাঃ বোরিক

মেটেরিয়া মেডিকা .... ২০০৲

কবিরাজ বিদ্যার্থী

আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষা .... ৬০৲
ট্রিটমেন্ট অফ সেক্সচ্যুয়াল ডিজিজ.. ৬০৲

আয়ুর্বেদাচার্য স্বামী ছোবলানন্দ মহারাজ

সহজ পারিবারিক আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা .... ৮০৲

ডাঃ ইউ. কে. চ্যাটার্জী

পশুপক্ষী পালন ও চিকিৎসা .... ৮০৲

এ. বি. পাবলিকেশন

পকেট ইংলিশ টু বেঙ্গলী
মেডিকেল ডিক্‌শেনারী .... ৬০৲

চর্মরোগ

(Skin diseases/Dermatological disorders)

চর্মরোগ কি? What is dermatological disorder ?

মানব দেহের যতগুলো ভয়ংকর প্রকৃতির রোগ আছে তার মধ্যে চর্মরোগ অন্যতম। তবে সব চর্মরোগই ভয়ংকর প্রকৃতির নয়। বিভিন্ন প্রকারের চর্ম রোগ আছে যেমন একজিমা সহ ব্যাকটেরিয়া, ফাংগাই, জান্তব পরাভুক এবং ভাইরাস দ্বারা সৃষ্টি চর্মরোগ সাধারণত ভয়ংকর প্রকৃতির হয়ে থাকে। ব্যাকটেরিয়া ঘটিত চর্মরোগের মধ্যে গ্রামপজিটিভ কক্কাই ও ব্যাসিলি জনিত ফোঁড়া কার্বংকল বা ফারাংকল ইরিসিপেলাস, ইরিসিপেলয়েড, ইম্পেটিগো, নখকুনি, ইরিথ্রাসমা ইতাদি অন্তর্ভুক্ত। চর্মে ফাংগাল ইনফেকশান বলতে ছত্রাক বা উদ্ভিদ জাত পরাভুকের (vegetable parasites) দ্বারা সংক্রমণ জনিত চর্মরোগ বুঝায়। আবার ডার্মাটো ফাইট জাতীয় কয়েক ধরনের ফ্যাংগাই দ্বারা চর্ম, নখ ও চুলের মধ্যে সংক্রমণ ঘটলে তাকে জার্মাটোফাইট ইনফেকশান বলে। এই গুলোর মধ্যে দাদ, হাজা, ফেভাস, ছুলি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ক্যান্ডিডা বা মনিলিয়া জাতীয় ছত্রাকের দ্বারা সাধারণত চর্ম ও ঝিল্লীতে সংক্রমন দেখা যায়। ইহাদের কে ক্যান্ডিডিয়াসিস বা মনিলিয়াসিস বলে। তবে কদাচিত এদের দ্বারা লাংস ও অন্যান্য অর্গাণ আক্রান্ত হয়ে গুরুতর সিস্টেমিক ইনফেকশান দেখা দিতে পারে। ভাইরাস ঘটিত চর্মরোগের মধ্যে প্রধানত হার্পিস জষ্টার, হার্পিস সিমপ্লেক্স এবং কয়েক ধরনের আঁচিল অর্ন্তভুক্ত করা হয়। জান্তব পরাভুক বা animal parasite দের দ্বারা খোস পাঁচড়া, চুলকানি, উকুন ইত্যাদি কতগুলো চর্মরোগ দেখা যায়। এছাড়াও হুকওয়ার্ম ও গিনিওয়ার্মও প্রাথমিক ভাবে চর্মের নীচে বাসা বেধে স্থানীয় লক্ষ সৃষ্টি করতে পারে। চর্মরোগের সংগে জড়িত প্রধাণ প্রধাণ কতগুলো লেসানস বা ইরাপশান (Lesions বা Eruptions) আছে। এই যে Lesions বা Eruption ইহার স্বরূপ এবং কারণ চিকিৎসকদের অবশ্যই বুঝতে হবে। কেবল উপর দিয়ে মলম লাগালেই এই জাতীয় চর্মরোগ আরোগ্য হতে চায় না। এছাড়া এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করাও হোমিওপ্যাথির নীতি বিরুদ্ধ চর্মের উপর কখনো গুটিকা বা নোডুলস্, কখনো ফোস্কা (Blister),

কখনো বা বিন্দু বিন্দু দানা, আবার কোন সময় বিভিন্ন দাগ বা প্যাচ দেখা যায়। এই সব লেসান বা ইরাপশান সম্পর্কে যথাযত জ্ঞান থাকলে সহজেই রোগের স্বরূপ বুঝতে পারা যায় এবং আক্রান্তকারীর শারীরিক ও মানসিক লক্ষণগুলো বিচার বিবেচনা করে আভ্যন্তরীণ রোগের সন্ধান পাওয়া যায় এবং সেই মত ঔষধ ব্যবহার করলে রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আন্দাজে ঔষধ প্রয়োগ করলে চিকিৎসা বিফল হতে বাধ্য। রোগ এবং রোগীকে ভাল করে চিনতে হবে। বিভিন্ন প্রকারের চর্মরোগের স্বরূপ দেখা যায়। যেমন **প্যাপুল-(Papule) ঃ—** এগুলো অনেকটা ব্রণের মত, ছোট ছোট; মাথা গোলাকার, শক্ত ও খানিকটা উঁচু হয়। এদের সাইজ সাধারণত 10 মিলিমিটারের কম হয়। অনেক চর্মরোগ প্রথমে প্যাপুল দিয়ে শুরু হয় যথা—ড্রাগর্যাশ, সোরাইসিস, আঁচিল; সিফিলিসের র্যাশ, লিচেন প্লামাস; পিগমেন্টেড মোল ইত্যাদি। ব্রণের কিছু কিছু ষ্টেজে প্যাপুল দেখা যেতে পারে। এক বিশেষ বয়সে মুখে যে ব্রণ জন্মায় সে সবের মাথা শরু হয়। এলার্জির জন্য আংগুলে যে ব্রণের মত প্যাপুল ফুটে উঠে তা দেখতে খুব ছোট ও বিন্দু বিন্দু সাবুদানার মত। **প্লাক (Plaque) ঃ—**এটি এক প্রকার চ্যাপটা ছোপ ছোপ দাগ যার ব্যাসার্ধ 10 মিলিমিটারের বেশী হয়। আবার অনেকগুলো প্যাপুল এক সংগে জুড়ে এই প্লাক সৃষ্টি করতে পারে। **ম্যাকুল (Macule) ঃ—**এটা বিভিন্ন সাইজের চ্যাপটা বা মোটা, বিবর্ণ দাগ বা Spot. সাধারণত 10 মিলিমিটারের কম। টাইফয়েড, রুবেলা, রিকেটসিয়াল রোগ, টাট্টু ইত্যাদি সহ অনেক রোগেই ম্যাকুলার র্যাশ দেখা যায়। **প্যাচ (Patch) ঃ—**এটা ম্যাকুলার মতই এক ধরনের র্যাশ তবে এর সাইজ বড় হয় প্রায় 10 মিলিমিটারের বেশী হতে পারে। **ভেসিকেল (Vesicle) ঃ—**এটা হচ্ছে রসে ভরা ছোট ছোট গুটি যার ব্যাসার্ধ 5 মিলিমিটারের কম। যদি এর বড় সাইজ হয় তখন তাকে ফোস্কা (Blister) বা বুলা (Bulla) বলে। ডার্মাটাইটিস হার্পেটিফার্মিস, এরিথেমা মাল্টিফার্মি, ড্রাগর্যাশ, ইপপেটিগো, হার্পিস সিমপ্লেক্স ও জষ্টার, চিকেনপক্স, পেম্ফিগাস, সানবার্ণ অথবা আগুনে পোড়া, আঘাত, কনট্যাকট্ ডার্মাটাইটিস ইত্যাদি রোগ সহ পোকা মাকড়ের কামড়ে ভেসিকেল বা Blister সচরাচর দেখা যায়। পাস্টুল (Pastule) এরা পূঁজে ভরা উঁচু উঁচু চর্ম উদ্ভেদ বা গুটিকা। এর চারিদিকে প্রদাহ থাকে। চর্মের কোন সংক্রমণ থেকে এই পূঁজে ভরা পুষ্টি হতে পারে অথবা ভেসিকেল বা Blister-এর পরে পূঁজ জমে এই অবস্থা হতে পারে। যেমন ব্রণ, ফোঁড়া, ইমপেটিগো, কতগুলো গভীর ফাংগাল ইনফেকশান, কেরিডন, পাষ্টুলার মিলিয়ারিয়া ইত্যাদি কেসে যা দেখা

যায়। **নোডুল (Nodule) ঃ**—ছোট ছোট শক্ত, ডুমো ডুমো গুটি যা হাত ঠেকালেই বুঝতে পারা যায়। ইহার ব্যাসার্ধ 5-10 মিলিমিটারের বেশী হতে পারে। এগুলো চামড়ার উপরে উঁচু উঁচু হয়ে দেখা দিতে পারে অথবা চর্মের নীচে দেখা যেতে পারে। 20 মিলিমিটার বা তার বড় সাইজের নোডুলকে টিউমার বা গুল্ম বলে এবং যা বিনাইন বা ম্যালিগনেন্ট হতে পারে। লেপ্রোমেটাস কুষ্ট, এরিথেমা নোডোসাস লেপ্রোসাম উপসর্গ, কয়েক ধরনের লিম্ফোমা, কয়েক ধরনের রিউমেটিক রোগ, বাতজ্বর, সারকয়োডোসিস ইত্যাদি সহ অনেক রোগে নোডুলস্ দেখা যায়। **হুইল (Wheel) ঃ**—ইহা এক প্রকারের চাকা চাকা স্ফীতযুক্ত লালচে Skin Eruption বা সাময়িক ভাবে এলার্জিক প্রতিক্রিয়ার অংগ হিসাবে দেখা যায় যথা Drug reaction জনিত আর্টিকেরিয়া বা র‍্যাশ, পোকামাকড়ের কামড় বা হুল ফুটানো, গায়ে সূর্যতাপ, ঠাণ্ডা বা গরম লাগানো ইত্যাদি থেকে হুইল দেখা যায়। এগুলোতে বেশ চুলকানি থাকতে পারে।

চর্মে জীবানু সংক্রামণ (Bacterial Infection of skin) ঃ—চর্মের Bacterial Infection এ বিভিন্ন ধরনের জীবানু জড়িত থাকতে পারে। তবে খুব কমন ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে ষ্ট্রেপটো ও ষ্ট্যাফাইলোকক্কাই। এদের দ্বারাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে চর্মের Superficial or Deep infection হয়। আবার কখনো কখনো গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া যথা সুডোমোনাস; প্রোটিয়াস ইত্যাদি সহ অন্যান্য আরো অনেক জীবানু দ্বারা skin infection হতে পারে। হাসপাতাল বা নার্সিংহোম থেকে infection নিয়ে এলে অথবা চাষী, বাগানে মালি যারা মাটির কাজ করে এবং যারা নদী বা পুকুরে স্নান করে তাদের uncommon type এর ব্যাকটেরিয়া থেকে চর্মে ইনফেকশান হতে পারে। গ্রাম পজিটিভ এ্যানেরোবিক কক্কাই, সুডোমানাস, প্রাপিনো ব্যাকটেরিয়াস, করিনেব্যাকটেরিয়াস একনি ও ডিফথেরয়েড ইত্যাদি সহ অনেক ধরনের জীবানু আমাদের গাত্র চর্মের স্বাভাবিক বাসিন্দা (Normal Skin Flora) হিসাবে থাকে। যদি চিকিৎসকদের এই সব জীবাণু সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান থাকে তবে Bacterial skin infection এর মূলে কি ধরনের জীবাণু আছে তা নির্ণয় করতে পারে তৎসহ সঠিক রোগ নির্ণয় এবং উপযুক্ত ঔষধ ব্যবহার করে আরোগ্য দান করতে পারে। সাধারণতঃ অনেকেরই চর্মে ইনফেকশনের প্রবণতা বা ঝুকি দেখা যায় যেমন ডায়াবেটিসের রোগী, Sunburn জনিত চর্মে র‍্যাশ ও ক্ষত হলে, প্রায়ই চুলকানিতে ভুগলে, ঘন ঘন X-Ray বা রেডিওথেরাপি দিলে, একজিমায় ভুগলে এবং এইডস্ রোগীদের ক্ষেত্রে। মোটামুটি কথা চর্মের যে কোন কাটা ছেঁড়া বা

আঘাত Bacterial infection এর সহায়ক হতে পারে বিশেষ করে যদি দেহ সর্বদা অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন থাকে। বারে বারে Bacterial skin infection এ ভুগলে যথা ফোঁড়া, কার্বংকল ইত্যাদি সেক্ষেত্রে রোগীর অন্তরালে ডায়াবিটিস রোগের ইতিহাস পাওয়া যায় কিনা দেখা দরকার । আমাদের দেশে অনেক সময় দেখা যায় যে চর্মরোগকে অতি সাধারণ রোগ বলে প্রথমদিকে বিবেচনা করে উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। পরবর্তী কালে যখন রোগটি ভয়ংকর রূপে প্রকাশ লাভ করে তখন চিকিৎসার কথা চিন্তা করা হয় কিন্তু দুঃখের বিষয় চর্মরোগ যদি একবার শরীরের কোন আভ্যন্তরীণ যন্ত্রকে (Organ) আক্রমণ করে বসে তখন আরোগ্য করা বেশ কঠিণ হয়ে পড়ে।

ইমপেটিগো (Impetigo)

কারণ (Aetiology) ঃ—এটা এক প্রকার চর্মরোগ। চর্মের উপরি ভাগের ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান যার মূলে প্রায়ই পুঁজ সৃষ্টিকারী গ্রুপ "এ" বেটাহিমোলিটিক ষ্ট্রেপটোকক্কাই বা ষ্ট্রেপটোকক্কাস পায়োজেনিস দায়ী থাকে। তবে আজকাল এই রোগে ষ্ট্যাফাইলো কক্কাস অরিয়াসদের প্রিডমিনেন্ট ব্যাকটেরিয়া রূপে দেখা যাচ্ছে। রোগটি খুব ছোঁয়াচে। সব বয়সেই রোগটি হতে পারে তবে শিশুদের মধ্যে বেশী হয়। সাধারণত চর্মের কোন কাটা ছেঁড়া থেকে বা চিকিৎসা না হওয়ায় দেহের কোন ইনফেকশান অথবা খোস পাঁচড়া, উকুন, পোকামাকড়ের কামড় বা চর্মের কোন ফাংগাল ইনফেকশনের সেকেন্ডারী কারণ হিসাবে ইম্পেটিগো হতে পারে। ষ্টাফাইলো কক্কাল ইনফেকশনের ক্ষেত্রে কান বা নাসিকা গহ্বরের কোন পুঁজযুক্ত ইনফেকশান এর উৎস হিসাবে কাজ করতে পারে। তবে নাক ও গলা থেকে চর্মের ষ্ট্যাফাইলো কক্কাল ইনফেকশান কদাচিৎ হয়ে থাকে।

লক্ষণ (Signs and Symptoms) ঃ—প্রধাণত দেহের অনাবৃত অংশ যথা মুখ, বাহু, অগ্রবাহু ও পায়ে ছোট, মাঝারি বা বড় রসপূর্ণ ফোস্কা (vesicular eruptions) হয়ে পরে তাতে পুঁজ জমে (Pustular) বেশ ঘোলাটে দেখায়। অবশ্য দেহের যে কোন স্থানেই এই Vesiculo Pustular skin Eruption হতে পারে। এই গুলো পরে ফেটে গিয়ে হলদে বর্ণের crust বা মামড়ি পড়ে এবং যা চক্রাকারে অনেকটা দাদের মত দেখতে হয়। ক্ষতগুলোতে প্রায়ই চুলকানি ও জ্বালা করে এবং অনবরত চুলকানির ফলে ইনফেকশান চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মুখের দু

কোণও কানের পেছনে এই র‍্যাশ হলে অনেক দিন ভোগায়। চিকিৎসা না হলে শিশুদের ক্ষেত্রে এই র‍্যাশ কয়েক সপ্তাহ বা মাস থেকে যেতে পারে এবং ক্ষত শুকিয়ে যাবার পর সেখানে চর্মের রঙের পরিবর্তন এবং দাগ থেকে যেতে পারে। শিশুদের গ্রুপ "এ" বেটা হিমোলিটিক ষ্ট্রেপটোকক্কাই জনিত ইনফেকশনের ক্ষেত্রে কখনো কখনো উপশম হিসাবে একিউট নেফ্রাইটিস বা গ্লমেরুলোনে ফ্রাইটিস দেখা দিতে পারে। বড়দের চর্মে ফোড়া, লিম্ফোজাইটিস বা সেলুলাইটিস উপসর্গ হিসাবে দেখা দিতে পারে। ষ্ট্যাফাইলোকক্কাল ইনফেকশান থেকে ইম্পেটিগো হলে প্রথমে ম্যাকুলোপ্যাপুলার র‍্যাশ বের হয়ে দ্রুত তা পুঁজরসপূর্ণ ছোট ছোট ফোস্কা বা বড় বড় বুলায় পরিণত হয়। শিশুদের মুখমণ্ডলে বা মাথায় এই রোগ হলে উহা পীত বর্ণের আঠালো স্রাব দ্বারা আবৃত হয়ে এক প্রকার আবরণ সৃষ্টি করে এবং উহাতে চুলগুলো জড়িয়ে যায় কিন্তু তেমন কোন দুর্গন্ধ বের হয় না। এই রোগ প্রথমে মুখমণ্ডলে তারপর মাথায় হাতে নিতম্ব দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ইহা একটি সংক্রামক রোগ। বাড়ির একটি শিশু আক্রান্ত হলে অন্যান্য শিশুদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ার আশংকা থাকে। এই রোগ বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে।

শ্রেণী বিভাগ (Classifications) ঃ—ইম্পেটিগো কয়েক প্রকারের হতে পারে যথা —(i) ইম্পেটিগোবুলোসা (Bullosa) এই ক্ষেত্রে ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াসদের মুখ্য জীবাণু হিসাবে দেখা যায়। এই জাতীয় ক্ষেত্রে বৃদ্ধি প্রাপ্ত রসপূর্ণ ছোট ছোট ফোস্কাগুলো (Blisters) দ্রুত বড় বড় ফোস্কায় পরিণত হয়, যাকে বুলা (Bulla) বলে। ইহাদের ব্যাসার্ধ 5 মিলিমিটারের বেশী হতে পারে। এইগুলোতে পূঁজ জমে পরে ফেটে হলদে মামড়িতে ঢাকা পড়ে। (ii) ইকথাইমা (Ecthyma)—ইহা ইম্পেটিগোর একটি আলসারেটিভ বা ক্ষতযুক্ত ফর্ম যাতে সংক্রমণ (infection) চর্মের আরো ভিতরে হয়ে থাকে। ছোট ছোট পুঁজযুক্ত, অগভীর, বিদ্ধবৎ (Punchedout) ক্ষত। প্রধানত হাঁটুর নীচে পায়ের সামনের অংশে বা অগ্র বাহুতে দেখা যায়। ক্ষতের চারপাশ লাল এবং মাঝখানে কালচে বা কফিবর্ণের ঘন মামড়ি পড়ে। (iii) ইম্পেটিগো হার্পেটিফর্মিস (Impetigo Herpetiformis)—ইহা কদাচিৎ দেখা যায়। এতে সাইমেট্রিক ভাবে অর্থাৎ উভয় অংগে সমভাবে, নিখুঁত গোলাকার, ছোট ছোট অসংখ্য রসপূর্ণ ফুসকুড়ি হয়ে তাতে পূঁজ জমে ও মামড়ি পড়ে। প্রধানত গর্ভবতী মেয়েদের এটা দেখা যায়। কখনো কখনো ইহা মারাত্মক ভাবে হয়ে ধীরে ধীরে দেহ অভ্যন্তরের Organ আক্রমণ করে নানা প্রকার Systemic দুর্লক্ষণ প্রকাশ করে। (iv) ইম্পেটিগো নিওনাটোরাম (Impetigo Neunatorum)

—এটা বুলোসা টাইপের ইম্পোটিগো মানবজাত শিশুদের মধ্যে হয় এবং ষ্ট্যাফাইলো ও ষ্ট্রেপটোকক্কাই এর মূলে থাকে।

রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ঃ—এইরোগ নির্ণয়ের তেমন কোন বিশেষ পদ্ধতি নেই। প্রধানত লক্ষণ দেখেই ডায়াগনোসিস করতে হয়।

চিকিৎসা পদ্ধতি (Treatment)

লক্ষণ (Signs and Symptoms)	ঔষধ ও শক্তি	প্রয়োগবিধি
● কণ্ডুগুলো হলদে বর্ণের, পুরু, মামড়ি পড়ে। ● প্রচণ্ড জ্বালাপোড়া, জল লাগলে জ্বালাপোড়া বৃদ্ধি। ● জিহ্বায় সাদা ময়লার দাগ বা প্রলেপ। মুখের কোন ফাঁটা, স্পর্শে চিৎকার করে।	এন্টিমক্রুড 6/30	একমাত্রা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।
● গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্ত রোগী। বিবর্ণ, ক্ষীণ দেহ। ● উদ্ভেদ হতে জলের স্রাব নির্গত। নির্গত স্রাব অতিশয় হাজাকর। যেখানে লাগে উহা হেজে যায়। ● রাত্রে জ্বালা ও চুলকানি বৃদ্ধি। স্পর্শ করলে বা ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি। গরমে উপশম বোধ।	আর্সেনিক 6/30	একমাত্রা করে দিনে ২/৩ বার সেব্য।
● শিশুদের দাঁত উঠার সময় উদ্ভেদ প্রকাশ। ● শিশুর মাথাটি ও মুখমণ্ডলে প্রচুর ঘাম। ● মল হতে টক গন্ধ আসে। গ্রন্থিগুলোর স্ফীতি ভাব। উদ্ভেদগুলো হতে ঘন অথচ অবিদাহ্য স্রাব নিঃসরণ। মাথাটা ঘর্ম প্রবণ।	ক্যালকেরিয়া কার্ব 3/6	একমাত্রা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

লক্ষণ (Signs and Symptoms)	ঔষধ ও শক্তি	প্রয়োগবিধি
● পুরু ও হলদে বর্ণের মামড়ি পড়ে। ● চিবুক এবং মুখমণ্ডলেই অধিক প্রকাশ মামড়ি পড়ে গেলে বা উঠে গেলে স্থানটি মসৃণ এবং লাল দেখায়। মস্তকে বেদনাযুক্ত উদ্ভেদ উহাতে জ্বালাপোড়া ও চুলকানি থাকে।	সাইকিউটা ভিরোসা 30/200	একমাত্রা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।
● জরায়ু পীড়াগ্রস্ত নারী। বিমর্ষ প্রকৃতির এবং ক্রন্দনশীল। খোলা বাতাসে বৃদ্ধি। ● সমস্ত শরীরে বিশেষ করে গন্ডস্থলে ও চিবুকে অধিক। বেদনাপূর্ণ। শিশুর দাঁতগুলো উঠতে না উঠতেই কালো হতে থাকে।	ক্রিয়োজোট 6/30	একমাত্রা করে দিনে ২/৩ বার সেব্য।
● উদ্ভেদের তলদেশ বেশ প্রদাহিত এবং স্ফীত। চুলকানি ও হুল ফুটানোর ন্যায় যন্ত্রনা বোধ। ● নাসিকার ভেদক অস্থিতে যন্ত্রণা ও চুলকানি উহাতে নাক যেন বন্ধ হয়ে আসে। তলপেটে উদ্ভেদ। ● শিশুদের চর্মরোগের সংগে পর্যায়ক্রমে উদরাময় থাকে।	ক্রোটনটিগ 6/30	একমাত্রা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।
● শিশুর দেহ হতে টক গন্ধ বের হয়। শীত কাতরে। ● অত্যধিক পারদ সেবনের কুফল। স্পর্শকাতর। ● মাথার উপর উদ্ভেদগুলো হতে দুর্গন্ধ স্রাব নিসৃত। ● কানের পশ্চাৎ দিকটা ফাটা ফাটা।	হিপারসালফার 30/200	একমাত্রা করে দিনে ৩/৪ বার

লক্ষণ (Signs and Symptoms)	ঔষধ ও শক্তি	প্রয়োগবিধি
● উদ্ভেদগুলোতে অত্যন্ত ব্যথা, হাত ছোয়াতে দেয় না।		
● চর্মের গভীরতম প্রদেশ হতে উদ্ভেদ গুলোর প্রকাশ। ● পাকস্থলীর গোলযোগ হেতু রোগ। রোগী অত্যন্ত ঘামে, ঘামে উপশম হয় না। ● হরিদ্রাবর্ণের কন্ডু হতে অতিশয় দুর্গন্ধ বের হয়। ● মুখ থেকে লালা নিসৃত, মুখ হতে দুর্গন্ধ,সহজেই রক্তস্রাব।	মার্কুরিয়াস 6/30	একমাত্রা করে দিনে ২/৩ বার সেব্য।
● মুখমণ্ডল ও মস্তকের আর্দ্র পীড়কার উপর পুরু মামড়ি পড়ে। রোগী গেঁটে বাত গ্রস্ত। ● ছোট ছোট উদ্ভেদগুলোর চারিদিকে কালো বর্ণের পরিমণ্ডল। অত্যন্ত অস্থিরতা। বর্ষাকালে বৃদ্ধি। ● পূঁজবটীগুলোতে অত্যন্ত জ্বালা পোড়া ও চুলকানি।	রাসটক্স 6/30	একমাত্রা করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।
● মাথার উপর শুষ্ক ও পুরু হলদে বর্ণের মামড়ি। ● অত্যন্ত চুলকায়, চুলকালে রক্ত পড়ে। ● কনুইতে পূঁজপূর্ণ উদ্ভেদ। প্রাতকালীণ উদরাময় ● বিশ্রামকালে ও বিছানার গরমে বৃদ্ধি। হাত পায়ে জ্বালা।	সালফার 6/30	একমাত্রা করে দিনে ২/৩ বার সেব্য।
● মুখমণ্ডলে পূঁজপূর্ণ পীড়কা, উহার	ভায়োলা	একমাত্রা করে

লক্ষণ (Signs and Symptoms)	ঔষধ ও শক্তি	প্রয়োগবিধি
উপর মামড়ি পড়ে। ● অতি দুর্গন্ধময় প্রচুর তরল পূঁজস্রাব। মূত্রে খুব বিশ্রী গন্ধ। উদ্ভেদের উপর চটার ন্যায় মামড়ি। ● রাত্রে অসাড়ে মূত্রত্যাগ। তরুণ পীড়া, চুলকালে জ্বালা পোড়া বোধ।	ট্রাইকালার 6/30	দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

আরো কয়েকটি অনুমোদিত ঔষধ (Recomended medicines) ঃ— ব্যারাইটা কার্ব, ক্লিমেটিস, কোনিয়াম, গ্রাফাইটিস, আইরিশ ভার্স, কেলিবাইক্রোম, লাইকোপড়িয়াম, মেজেরিয়াম, নাইট্রিক এসিড, সাইলেসিয়া।

বায়োকেমিক (Bio-chemic) ঃ—

জ্বরের সংগে বা জ্বরের পরে উদ্ভেদ প্রকাশ পেলে **নেট্রাম মিউর 6x, 12x**। এছাড়াও পায়ের হাঁটুতে প্রকাশ পেলে **নেট্রাম মিউর 6x**। হাতের তলায় প্রকাশ পেলে **কেলিসালফ 6x**। পুরাতন রোগে **ক্যালকেরিয়া ফস 6x**। দুই তিনটি করে বড়ি এক মাত্রা হিসাবে দিনে তিনবার গরম জলে সেব্য।

এ্যালোপেথিক (Allopathic) ঃ—ডাঃ হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথির নীতি অনুসারে চর্মরোগে বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগ করার পদ্ধতি অনুমোদন করেন নি। এ্যালোপ্যাথিক মতে বেশ কয়েকটি মলম বাহ্যিক প্রয়োগ করে রোগীকে উপশম দান করা যায়। যেমন—**Neosporin ointment** বা **Nebasulf ointment** বা **Lyramycin Cream** চর্ম ক্ষতে দিনে ২/৩ বার লাগানো যায়। ইহাতে কাজ না হলে **Fucidin Cream** বা **Fusiwal ointment** লাগালে ভাল কাজ পাওয়া যায়। আজকাল আরো অধিক শক্তিশালী টপিক্যাল এ্যান্টিবায়োটিক ointment বাজারে পাওয়া যায়। যেমন **T-bact ointment** বা **Bactroban ointment** ইত্যাদি লাগালে অধিকতর ভাল কাজ পাওয়া যায় বলে অভিজ্ঞ এ্যালোপ্যাথ চিকিৎসকগণ অভিমত প্রকাশ করেন।

পথ্য ও আনুষংগিক ব্যবস্থা (Diet and management)ঃ—

শুষ্ক মামড়ি কখনো তোলা উচিত নয়, এটা আপনিই ঝরে যাবে। জোর করতে গেলে ক্ষত শুকাতে দেরী হবে। তবে মামড়ি পুঁজে ভরা হলে তাকে তুলে পরিষ্কার করে Neosporin ointment বা Silverex powder সামান্য ছড়িয়ে দেওয়া ভাল।